ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ফাতেমা আফরোজ
জুলিয়েট রোজেটি

৯ আগস্ট ২০১৫

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সততা ব্যবস্থার স্তম্ভগুলোর মধ্যে আইনসভা অন্যতম যার গতিশীলতা ও সফলতার জন্য সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর হওয়া প্রয়োজন
- আইনসভার সাথে নির্বাহী বিভাগের সম্পর্ক নির্ধারণকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ কাঠামো স্থায়ী কমিটি; নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি কমিটি সংসদীয় কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করে
- কয়েকটি গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটিগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় না; অনেক ক্ষেত্রে 'ওয়াচডগ বডি' হিসেবে কমিটিগুলো প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না
- নবম ও দশম জাতীয় সংসদে কমিটি গঠন, সভা অনুষ্ঠান ও বিরোধী দলের উপস্থিতি - এই কয়েকটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ করা গেলেও কমিটির কার্যকর ভূমিকার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায় নি
- স্থায়ী কমিটি গঠনে বিধি লঙ্ঘন এবং সদস্যদের স্বার্থের সংঘাত সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে
- তবে কমিটির কার্যকরতার ক্ষেত্রে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান সে সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণার অভাব রয়েছে

গবেষণার উদ্দেশ্য

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যকরতা পর্যালোচনা করা এবং অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গঠন ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা
- কমিটির কার্যকরতার চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা
- গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়

নবম সংসদ (জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩) এবং
দশম সংসদ (জানুয়ারি ২০১৪ থেকে এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত)

গবেষণা পদ্ধতি

- এটি একটি গুণগত গবেষণা; গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে
- নবম সংসদের ৫১টি এবং দশম সংসদের ৫০টি কমিটির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে; কমিটির কার্যকরতা বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য কেস হিসেবে ১১টি কমিটির তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপন করা হয়েছে
- কমিটির সদস্যদের পেশা ও ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে তথ্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে

প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস

সংসদীয় কমিটির সদস্য ও সভাপতি, বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অংশীজন

পরোক্ষ তথ্যের উৎস

সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত কমিটির প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ, সংবাদপত্র, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের নথিপত্র এবং সংসদ সদস্যদের হলফনামা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশক

১. কমিটি গঠন, দলীয় প্রতিনিধিত্ব ও স্বার্থের সংঘাত
২. কমিটির সভা অনুষ্ঠান
৩. সভায় অংশগ্রহণ
৪. আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে কমিটির সম্পৃক্ততা
৫. কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
৬. কমিটির তলব ও সাক্ষ্য গ্রহণ
৭. কমিটির কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা
৮. নারী সদস্যের অংশগ্রহণ
৯. সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তা
১০. তথ্যের উন্মুক্ততা

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সব কমিটি ও সব সদস্যের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়

সংসদীয় কমিটির সংজ্ঞা ও কার্য-পরিধি

কমিটির সংজ্ঞা

সংসদ কর্তৃক বা সংসদের ক্ষমতাবলে সংসদ সদস্য নিয়ে গঠিত কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি, বিধি ২ (১) (গ)

সংসদীয় কমিটির কাজ

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা

(খ) মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যলোচনা করা

(গ) মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা

(ঘ) কমিটি যথোপযুক্ত মনে করলে এর আওতাধীন যেকোনো বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ করা

(ঙ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭৬(২); জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি, বিধি ২৪৮

সংসদীয় কমিটির এখতিয়ার

- কমিটির নিজস্ব কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা
- কমিটি প্রয়োজন বোধে যে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে
- কমিটি সুপারিশ করতে পারবে; কিন্তু তা বাস্তবায়িত না হলে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার এখতিয়ার নেই
- কমিটি যে কোনো নথি চেয়ে পাঠানো বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করার ক্ষমতা রাখে; কিন্তু নথি না পাঠালে বা তলবকৃত ব্যক্তি উপস্থিত না হলে তাকে বাধ্য করার এখতিয়ার নেই
- সংসদের কমিটিতে কিছু বলা বা ভোট দানের জন্য কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না
- সংসদ আইনের দ্বারা কমিটিতে সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ের অধীন করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করার ক্ষমতা দিতে পারে; কিন্তু সংসদ এ ধরনের আইন এখনো প্রণয়ন করে নি

১. (ক) কমিটি গঠন ও দলীয় প্রতিনিধিত্ব

সংসদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কমিটির সদস্য নিযুক্ত হবেন [কার্যপ্রণালী বিধি, বিধি ১৮৮ (১)]

- সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে সরকার দলীয় হুইপ কমিটির সভাপতি ও সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন যা অধিবেশনে কণ্ঠভোটে পাস হয়
- কমিটির সদস্য নির্বাচনের সময় তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা দেখা হয় না
- সভাপতি ও সদস্য নির্বাচন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের এবং দলীয় প্রধানের প্রাধান্য লক্ষণীয়
- বিরোধী দলের সদস্যরা কমিটিতে প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারছে না বলে অভিযোগ রয়েছে
- সভাপতি নিয়োগে সংসদে দল অনুযায়ী আনুপাতিক হারের প্রতিফলন নেই; বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে আইনে উল্লেখ নেই; তবে সদস্যদের ক্ষেত্রে দশম সংসদে এর প্রতিফলন দেখা যায়

সংসদে ও কমিটিতে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব

সংসদ	সংসদে প্রতিনিধিত্ব	কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব	
		সদস্য হিসেবে	সভাপতি হিসেবে
নবম সংসদ	১৩%	১১%	৪%
দশম সংসদ	১৭%	১৭%	২%

"(কমিটিতে) বিরোধী দলের ভয়েস নমিনাল হয়ে যাচ্ছে। সরকার বিরোধী দলকে গুরুত্ব দিচ্ছে না।"
- কমিটির সদস্য

নবম সংসদে কমিটি গঠিত হওয়ার পর ১১টি কমিটি মোট ৩১ বার এবং দশম সংসদে তিনটি কমিটি মোট তিনবার পুনর্গঠিত হয়; তবে কমিটি পুনর্গঠনের কারণ প্রকাশ করা হয় নি

১. (খ) কমিটিতে স্বার্থের সংঘাত

এমন কোনো সদস্য কমিটির সদস্য হবেন না, যার ব্যক্তিগত, আর্থিক ও প্রত্যক্ষ স্বার্থ কমিটিতে বিবেচিত হতে পারে এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে (কার্যপ্রণালী বিধি, বিধি ১৮৮)

সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে পেশা ও আয়ের উৎস সহ কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তিগত বা যৌথ সংশ্লিষ্টতার তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামুলক [গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯, ধারা ১২]

- হলফনামার তথ্য অনুযায়ী নবম সংসদের ৫১টি কমিটির মধ্যে ছয়টিতে এবং দশম সংসদের ৫০টি কমিটির মধ্যে পাঁচটিতে এক বা একাধিক সদস্যের কমিটি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা রয়েছে
- কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ১১টি কমিটির ৩৮ জন সদস্য সম্পর্কে (স্থানীয় পর্যায় থেকে) প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নয়টিতে ১৯ জন সদস্যের সংশ্লিষ্ট ব্যবসা রয়েছে
- কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত/ ব্যবসায়িক স্বার্থের অনুকূলে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ পাওয়া যায়
- কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদাধিকার বলে সদস্য হওয়ার কারণে এবং কোনো কোনো কমিটিতে পূর্বতন মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতি হওয়ায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে

২. কমিটির সভা অনুষ্ঠান

প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটির মাসে অন্তত একটি বৈঠক করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে (কার্যপ্রণালী বিধি, বিধি ২৪৮)

- নবম সংসদে ৪৮টি কমিটি সর্বমোট ১,৯৭২টি সভা করেছে (সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা সর্বোচ্চ সংখ্যক - ১৩২টি); ১৩টি কমিটি বিধি অনুযায়ী সভা করেছে
- দশম সংসদে ৪৭টি কমিটি সর্বমোট ৪০০টি সভা করেছে (সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ - ২৫টি); তিনটি কমিটি বিধি অনুযায়ী সভা করেছে
- তিনটি কমিটি নবম ও দশম সংসদে (এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত) কোনো সভাই করে নি (পিটিশন কমিটি, বিশেষ অধিকার ও কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি)

৩. সভায় অংশগ্রহণ

- *কমিটির বৈঠকের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের যতদূর কাছকাছি হয় এমন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে (কার্যপ্রণালী বিধি, বিধি ১৯২)*
- *কমিটির অনুমতি ছাড়া কোনো সদস্য পর পর দুই বা ততোধিক বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে কমিটি থেকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব আনা যেতে পারে (কার্যপ্রণালী বিধি, বিধি ১৯৩)*

- কমিটি সভায় কোরাম সংকট দেখা যায় না
- সভাপতির বিলম্ব উপস্থিতি এবং তার অনুপস্থিতির প্রেক্ষিতে সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে; সহ-সভাপতির বিধান নেই
- সভায় উপস্থিতি নিয়ে সদস্যদের আগ্রহের অভাব রয়েছে; কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রমকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না
- অনুপস্থিতির ভিত্তিতে পদচ্যুতির আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই
- কোনো কোনো সদস্য পর পর দুটি বা তার বেশি সভায় অনুপস্থিত থাকলেও কমিটি থেকে পদচ্যুত করার কোনো প্রস্তাব আনা হয় নি; অনুপস্থিত থাকার জন্য অনুমতি চাওয়ার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার ঘাটতি

নবম সংসদ (৯টি কমিটি)

- গড় উপস্থিতি - ৬৪%
- সরকারি দল - ৬০%
- বিরোধী দল - ৩১%

দশম সংসদ (২টি কমিটি)

- গড় উপস্থিতি - ৬২%
- সরকারি দল - ৫৮%
- বিরোধী দল - ৪৭%

৪. আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে কমিটির সম্পৃক্ততা

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সংসদে উত্থাপিত খসড়া বিলের যাচাই-বাছাই করার দায়িত্ব স্থায়ী কমিটির (কার্যপ্রণালী বিধি, বিধি ২২০)

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কমিটির সুপারিশক্রমে ৭৩টি বিল পাস (নবম ও দশম সংসদে) হয়েছে
- কোনো বিলের জনমত যাচাই-বাছাই হয় নি; সংসদের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল; কমিটির পক্ষ থেকেও উদ্যোগ নেওয়া হয় না
- বিধিতে নিষেধাজ্ঞা থাকায় কমিটিতে বাজেট পাঠানো হয় না
- কমিটির 'সুপারিশে' খসড়া বিলের গুণগত মান বাড়ানোর মতো কোনো মতামত লক্ষ করা যায় না; সুপারিশ হিসেবে যা দেয়া হয় তা মূলত ভাষাগত সম্পাদনামূলক মতামত

- ৬৯টি বিলে জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব (৩৭টি প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ; ৩২টি প্রস্তাব সদস্য অনুপস্থিত থাকায় উত্থাপিত হয় নি)
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক 'শ্রম আইন (সংশোধন) বিল ২০১৩'-এর ওপর বিশেষজ্ঞ এবং অংশীজনদের মতামত নেওয়া হয়

৫. কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

- কমিটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
- কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই
- কমিটির সিদ্ধান্তের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাস্তবায়িত হয় না
- বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত অনেকক্ষেত্রে ফলো-আপ করা হয় না, ফলে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানা সম্ভব হয় না

কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার
(নবম সংসদের ১১টি কমিটি)
(মোট সিদ্ধান্ত ১,৮৯১)

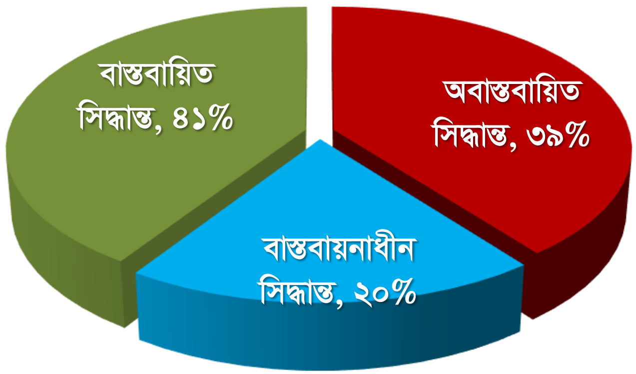

- অনেক ক্ষেত্রে সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় না
- সিদ্ধান্তের ধরনভেদে বাস্তবায়নের ভিন্নতা রয়েছে - কর্তৃপক্ষকে আমন্ত্রণ জানানো বা নথি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের হার সর্বোচ্চ

  - আলোচনার বিষয়বস্তু পরবর্তী সভায় স্থানান্তর, পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ইত্যাদি কমিটির সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়

৫. কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন *(চলমান...)*

- দুর্নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত তুলনামূলকভাবে কম; এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায় (৫০% সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তী সরকারের সময়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত)

দুর্নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের হার

(নবম সংসদের ১১টি কমিটি)

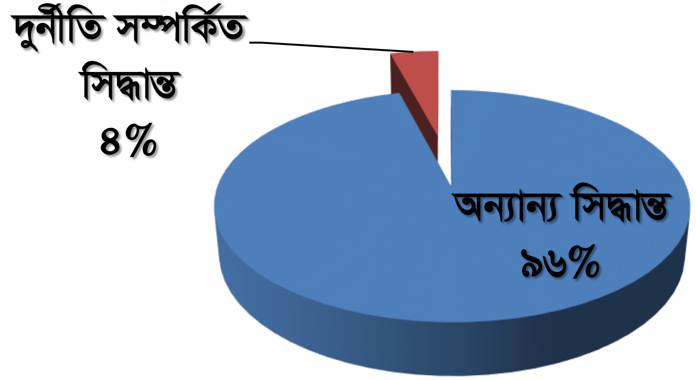

- কেস হিসেবে অন্তভুক্ত ১১টি কমিটিতে গৃহীত দুর্নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ৫৩% বাস্তবায়িত হয়
- কমিটির তদন্তে দুর্নীতি প্রমাণিত হলেও তার ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা না নেয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে
- অনেক ক্ষেত্রে কমিটি জবাবদিহিতার পরিবর্তে দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিকে রক্ষায় কাজ করে এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়ার সময়সীমা নির্ধারিত নেই
- বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা না থাকা, বাজেট ঘাটতি, মন্ত্রী-সভাপতি অন্তর্দ্বন্দ্ব, সভাপতির ব্যক্তিত্ব, দলীয় প্রধান ও দলীয় সিদ্ধান্তের প্রভাব, কমিটির কার্যক্রমকে গুরুত্ব না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নির্ভরশীল

৬. কমিটির তলব ও সাক্ষ্য গ্রহণ

কমিটি যেকোনো নথি চেয়ে পাঠানোর কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করার ক্ষমতা রাখে; তবে সাক্ষ্য গ্রহণ বা নথি প্রয়োজনীয় কিনা অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হলে স্পিকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে (কার্যপ্রণালী বিধি, বিধি ২০৩)

- কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে নথি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানো হয়; তবে এ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না
- এক্ষেত্রে কমিটির উদ্যোগ থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে তা ফলপ্রসূ হয় না
  - তলবকৃত ব্যক্তি উপস্থিত না হলে তাকে বাধ্য করার এখতিয়ার কমিটির নেই; এক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের বিষয়ে সংবিধানে উল্লেখ থাকলেও তা প্রণয়ন করা হয়নি
  - সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অসহযোগিতা বা অগ্রাহ্য করা হয়
  - তলবের তথ্য অনেক ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয় না; কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের অগ্রগতি ফলোআপ করা হয় না
- সরকারের সমসাময়িক কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করার প্রবণতা কম লক্ষ করা যায়

৭. কমিটির কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা

বিল যাচাই-বাছাই করার জন্য কমিটি বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের শুনানি গ্রহণ করতে পারবে (কার্যপ্রণালী বিধি, বিধি ২২৭); কমিটি প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে (কার্যপ্রণালী বিধি, বিধি ২১৩)

- কমিটি অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ, গণশুনানি, পরিদর্শন, মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সংসদীয় বিষয়সমূহের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম
- ১৫টি গণশুনানি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে করা হয়েছে; সরকারি অর্থায়নে স্থায়ী কমিটির কোনো গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয় নি
- জনসম্পৃক্ততা বিষয়ক কার্যক্রমের কোনো পরিকল্পনা করা হয় না; কমিটির বাজেটেও এ খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ রাখা হয় না

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (নবম সংসদ) সভায় বিভিন্ন অংশীজনের সাথে সাতটি মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত থাকলেও তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়; কমিটি কর্তৃক চারটি পরিদর্শনের প্রস্তাব থাকলেও একটি পরিদর্শন সম্পন্ন

৮. নারী সদস্যের অংশগ্রহণ

- কমিটিতে নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিধি নেই
- সংসদে প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে নবম সংসদের কমিটিতে নারী সংসদ সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও দশম সংসদে তা অনুসরণ করা হয়; তবে সভাপতির ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের অনুপাত অনুসরণ করা হয় নি

- সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ২০%
- কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব - নবম সংসদে ১০%; দশম সংসদে ২০%
- নবম সংসদে ছয়টি কমিটিতে চারজন ও দশম সংসদে আটটি কমিটিতে পাঁচজন নারী সভাপতি *(চারটি কমিটিতে সংসদের স্পিকার হিসেবে পদাধিকারবলে নারী সভাপতি মনোনীত হন)*

- কমিটির সভায় নারীদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক অবস্থান লক্ষ করা যায়
- কমিটির নারী সভাপতির ক্ষেত্রেও বিলম্ব উপস্থিতি এবং সে কারণে সদস্যদের মধ্যে অসন্তুষ্টির অভিযোগ রয়েছে

৯. সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তা

- কমিটির কাজ নির্বাহ করার জন্য সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তার ক্ষেত্রে জনবলের ঘাটতি রয়েছে
- সংসদ সচিবালয়ের সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না; একদিকে তাদের পদোন্নতির সুযোগ কম, অন্যদিকে ডেপুটেশনে কর্মরত জনবলের সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের অভাব রয়েছে
- কমিটির সভাপতি এবং সদস্যদের পক্ষ থেকেও কমিটির কর্মকর্তাদেরকে যথোপযুক্ত দিক-নির্দেশনার ঘাটতি রয়েছে
- সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতিমূলক প্রতিবেদন তৈরি হয় না
- বিষয় সংশ্লিষ্ট গবেষণা করে কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের ঘাটতি লক্ষণীয়

১০. তথ্যের উন্মুক্ততা

- কমিটির কার্যক্রমের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের ঘাটতি রয়েছে
- সকল কমিটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে না; যেসব কমিটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে তারা নিয়মিত প্রকাশ করে না; কার্যপ্রণালী বিধিতে এ সংক্রান্ত কোনো বাধ্যবাধকতা নেই
- প্রকাশিত প্রতিবেদনে যেসব তথ্যের ঘাটতি রয়েছে -
  - ➢ সদস্যদের উপস্থিতি, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি, তলব ও সাক্ষ্য গ্রহণ, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা
  - ➢ কমিটি পুনর্গঠনের কারণ
  - ➢ সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা
  - ➢ সভায় অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে কমিটির অনুমতি নেওয়া হয়েছে কিনা
- কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনা করা হয় না (কার্যপ্রণালী বিধিতে কেবল সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং কোনো বিতর্ক না করার কথা বলা হয়েছে)
- কমিটিভেদে প্রতিবেদনের কাঠামোর ভিন্নতা রয়েছে
- ওয়েবসাইটে কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেই
- কমিটির সভায় জনগণ ও গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নেই

নবম সংসদে ৪৭টি কমিটি ৯৮টি এবং দশম সংসদে তিনটি কমিটি তিনটি প্রতিবেদন দিয়েছে

বিভিন্ন দেশের কমিটি ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র

নির্দেশক	যুক্তরাজ্য	ভারত	বাংলাদেশ
সরকারি ও বিরোধী পক্ষের প্রতিনিধিত্ব	আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের সমানুপাতিক	আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের সমানুপাতিক	সদস্য -আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের সমানুপাতিক (দশম সংসদ); সভাপতি - সমানুপাতিক নয়
সভাপতি ও সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি	অধিকাংশ কমিটিতে সদস্যের সরাসরি অংশগ্রহণে সদস্য ও সভাপতি নির্বাচন	সকল সদস্যের সরাসরি অংশগ্রহণে নির্বাচন	সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে সরকারদলীয় হুইপের প্রস্তাব অনুযায়ী সংসদে কণ্ঠভোটে নির্বাচন
কমিটিতে মন্ত্রীর সভাপতিত্ব ও সদস্যপদ	মন্ত্রী সভাপতি বা সদস্য নন	মন্ত্রী সভাপতি বা সদস্য নন	মন্ত্রী সভাপতি নন; পদাধিকার বলে সদস্য
আর্থিক কমিটিগুলোর সভাপতিত্ব	বিরোধী দলের	বিরোধী দলের	সরকারি দলের
কোরাম	৩ জন বা এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে যেটি বেশী	এক-তৃতীয়াংশ	এক-তৃতীয়াংশ
কমিটির মেয়াদ	সংসদের মেয়াদ পর্যন্ত	একবছরের জন্য গঠিত; প্রতিবছর পুনর্গঠিত হয়	সংসদের মেয়াদ পর্যন্ত

বিভিন্ন দেশের কমিটি ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র

নির্দেশক	যুক্তরাজ্য	ভারত	বাংলাদেশ
জাতীয় বাজেট প্রণয়নে কমিটির সম্পৃক্ততা	বিভাগ সংশ্লিষ্ট কমিটির সম্পৃক্ততা আছে	বিভাগ সংশ্লিষ্ট কমিটির সম্পৃক্ততা আছে	কোনো কমিটির সম্পৃক্ততা নেই
কমিটি সভায় জনগণের প্রবেশাধিকার/উন্মুক্ততা	প্রবেশাধিকার আছে; টেলিভিশনে প্রচার করা হয়	জনসাধারণ/ গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নেই	জনসাধারণ/ গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নেই
সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ মন্ত্রণালয়ের উত্তর দেয়ার সময়সীমা	২ মাসের মধ্যে	৬ মাসের মধ্যে	কোনো বাধ্যবাধকতা নেই
সাক্ষ্য গ্রহণ ও নথি/ ব্যক্তিকে তলবের ক্ষমতা	ক্ষমতা আছে; সংশ্লিষ্ট বিভাগের পক্ষ থেকে সাড়া দেওয়ার নির্দেশনা থাকে	ক্ষমতা আছে	ক্ষমতা আছে; আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই
সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	আদেশপত্র হিসেবে প্রকাশ ও বাস্তবায়ন; অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে স্মারকলিপি দেওয়া হয় যা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়	বাধ্যতামূলক না হলেও প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বাস্তবায়িত	বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক নয়; উল্লেখযোগ্য অংশ বাস্তবায়িত হয় না
অন্যান্য	সরকারি উচ্চপদে নিয়োগে সম্পৃক্ততা ও তদারকির ক্ষমতা	তথ্য পাওয়া যায়নি	নেই
	সাক্ষ্য গ্রহণে পৃথক সেশন	তথ্য পাওয়া যায়নি	নেই
	সংযোগ (Liaison) কমিটি	যৌথ (Joint) কমিটি; অনুপস্থিতি কমিটি	নেই
	দুইটি সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন কার্যক্রম	তথ্য পাওয়া যায়নি	নেই

সংসদীয় কমিটি প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর না হওয়ার কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

কারণ

- আইনগত সীমাবদ্ধতা (এখতিয়ার, গঠন, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব, তথ্য প্রকাশ)
- আইনের প্রয়োগের ঘাটতি
- রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি
- সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতা
- স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাব বিস্তার
- সংসদ সচিবালয়ের সাংগঠনিক ও প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতা

ফলাফল

- কমিটিতে স্বার্থের সংঘাত
- কমিটির কার্যক্রমে দলীয় প্রভাব
- সুপারিশ বাস্তবায়নে নেতিবাচক অবস্থা
- জন-সম্পৃক্ততার ঘাটতি
- তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি
- প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তার ওপর নির্ভরশীলতা
- সাচিবিক সহায়তায় ঘাটতি (জনবল, দক্ষতা, পরিকল্পনা)

প্রভাব

- সরকারের জবাবদিহিতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে নিশ্চিত না হওয়া
- সংসদীয় কার্যক্রমের সাথে জনগণের দূরত্ব তৈরি
- সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা ব্যাহত

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- কমিটির কার্যকরতায় কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ লক্ষণীয় - প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন এবং সংসদে দলীয় প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটির সদস্য নিয়ুক্তি
- কমিটি প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর নয়, কারণ-
  - কমিটির গঠন ও কার্যক্রমে দলীয় প্রভাব রয়েছে
  - সিদ্ধান্তের একটি বড় অংশ বাস্তবায়িত হয় না; সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা নেই
  - দুর্নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত তুলনামূলকভাবে কম
  - কমিটির কার্যক্রমকে অনেক সদস্য বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়না
  - কমিটির কার্যক্রমে সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তায় ঘাটতি রয়েছে
- কমিটিতে সদস্যদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান; সদস্য নির্বাচনের সময় বা পরবর্তীতে এ বিষয়ে যথাযথভাবে যাচাই করা হয় না
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কমিটিকে ব্যবহার করে
- কমিটির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে
  - কার্যক্রম উন্মুক্ত নয় এবং তথ্যে অভিগম্যতা কম
  - জনগণের সম্পৃক্ততা সীমিত
  - কমিটির কার্যক্রম মূল্যায়ন কাঠামো নেই
- বিভিন্ন কমিটি এবং দুইটি সংসদের মধ্যবর্তী সময়ের কার্যক্রমের সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে

কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

১. সংবিধানের ৭৬ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে সাক্ষী হাজিরা, সাক্ষ্য প্রদান এবং দলিলপত্র দেওয়ায় বাধ্য করার ক্ষমতা কমিটিকে দিতে হবে।

২. সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন করে নিম্নলিখিত পরিবর্তন করতে হবে:

(ক) সভাপতি ও সদস্যদের বাণিজ্যিক, আর্থিক সম্পৃক্ততার তথ্য প্রতিবছর হালনাগাদ করে তা জনসম্মুখে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করার বিধান করতে হবে।

(খ) কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত তথ্য পুরোপুরিভাবে যাচাই করার এবং কোনো সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির পর কমিটি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক স্বার্থ সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া গেলে প্রমাণ সাপেক্ষে উক্ত সদস্যকে কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার বিধান করতে হবে।

(গ) বর্তমান বা পূর্বতন কোনো মন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি / সদস্যপদ না দেওয়ার বিধান করতে হবে।

(ঘ) কমিটিতে সহ-সভাপতির পদ প্রবর্তন করতে হবে।

(ঙ) স্থায়ী কমিটিগুলোর অন্তত ৫০% কমিটি বিশেষ করে আর্থিক কমিটিগুলোতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করতে হবে।

(চ) সংসদে নারী সদস্যের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে সভাপতি ও সদস্য নির্বাচন করার বিধান করতে হবে

(ছ) প্রাক-বাজেট আলোচনার জন্য অর্থবিল অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে।

কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন (চলমান)

(জ) গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেমন জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংবেদনশীল বিষয় ছাড়া সাধারণভাবে কমিটির সভা সংসদ টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করতে হবে।

(ঝ) কমিটি সভায় কোনো সদস্যের অনুপস্থিত থাকার ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক করতে হবে।

৩. প্রতিটি কমিটিকে প্রতিমাসের নির্দিষ্ট দিন ও সময় নির্ধারণ করে বার্ষিক ক্যালেন্ডার বছরের শুরুতেই তৈরি ও প্রকাশ করতে হবে।

৪. কমিটির কার্যক্রমের বার্ষিক মূল্যায়ন এবং সকল কমিটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য একটি সংযোগ কমিটি গঠন করতে হবে।

৫. কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ব্যবস্থা সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে লিখিতভাবে কমিটিকে জানানো বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬. কমিটির প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী সভা পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে এবং পূর্ণাঙ্গ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিবছর সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

৭. কমিটির প্রতিবেদন প্রণয়নে সুনির্দিষ্ট নির্দেশকভিত্তিক (উপস্থিতি, কমিটি পুনর্গঠনের কারণ, কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, তলব ও সাক্ষ্য গ্রহণ ইত্যাদি) অভিন্ন ফরমেট ব্যবহার করতে হবে।

৮. কমিটির কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে, এবং এ খাতে (গণশুনানি, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ) পৃথক ও সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ ও কর্ম পরিকল্পনা রাখতে হবে।

৯. সংসদ সচিবালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে উর্ধ্বতন পদসমূহে পদোন্নতির সুযোগ তৈরি করতে হবে এবং প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তার সংখ্যা পর্যায়ক্রমে হ্রাস করে বন্ধ করতে হবে।

১০. আলোচ্যসূচি নির্ধারণে সদস্যদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে; কমিটিকে সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তা করার জন্য সেকশনে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদেরকে অধিক সম্পৃক্ত করতে হবে।

১১. সভার পূর্বে সভাপতি ও সদস্যের প্রস্তুতির জন্য কমিটি শাখার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী সভার আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্তের অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সরবরাহ করতে হবে।

ধন্যবাদ

গবেষণার আওতাভুক্ত ১১টি কমিটি

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
- স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
- যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
- শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
- নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
- সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

কমিটিতে সদস্যদের ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	কমিটিতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী (নবম সংসদে)	সদস্যদের কমিটি সম্পর্কিত ব্যবসা
স্বাস্থ্য	৪ জন	চিকিৎসক (ক্লিনিক, হাসপাতাল, ঔষধ কোম্পানি)
নৌ-পরিবহন	৪ জন	লঞ্চ ব্যবসা, ড্রেজিং ব্যবসা, কন্টেইনার ব্যবসা, শিপইয়ার্ড, ডকইয়ার্ড
গৃহায়ন ও গণপূর্ত	২ জন	ভবন নির্মাণ ব্যবসা
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	২ জন	ঠিকাদার (রাস্তা, ব্রিজ, ভবন নির্মাণ)
যোগাযোগ	২ জন	ঠিকাদার, সড়ক ও জনপথ (রাস্তা, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ)
বস্ত্র ও পাট	২ জন	তৈরী পোশাক শিল্প
শ্রম ও কর্মসংস্থান	১ জন	সত্ত্বাধিকারী (শ্রমিক রপ্তানী, ট্রাভেল এজেন্সি)
শিল্প	১ জন	এম্ব্রয়ডারি রপ্তানি
শিক্ষা	১ জন	কলেজের সত্ত্বাধিকারী

দশম সংসদে তিনটি কমিটিতে ৪ জন সদস্যের কমিটি সম্পর্কিত ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এর মধ্যে দুইজন নৌ-পরিবহন, একজন গৃহায়ন ও গণপূর্ত এবং একজন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির।

দৃষ্টান্ত ১: পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে পোশাক রপ্তানিতে মালিকদের চাপে উৎস করের হার কমানো, 'বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বোর্ড বিল' প্রণয়নে বাধা দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

দৃষ্টান্ত ২: রেলওয়ের খালাশি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অর্থ লেনদেনের অভিযোগ উত্থাপিত হয় রেলওয়ে সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায়। কমিটির সভাপতি ও সদস্যরা তাদের সুপারিশে চাকরি না হওয়ায় মন্ত্রীর কাছে জবাবদিহিতা চান, আর অন্যদিকে কারও কারও সুপারিশ রাখা এবং চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। প্রতি খালাশি পদের জন্য চার লাখ টাকার বেশি ঘুষ নেওয়ারও অভিযোগ করা হয় কমিটিতে। এক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কায় তা না করার প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে রেলের মহাপরিচালকের কাছে এ বিষয়ে তদন্তসাপেক্ষে প্রতিবেদন চাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দৃষ্টান্ত ৩: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সভাপতি উপস্থিত রাজউকের কর্মকর্তার কাছে নিজের জন্য প্লট চেয়েছেন।

"এলজিইডি কমিটির যেসব সদস্য আছেন তারা সবাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঠিকাদারি ব্যবসার সাথে জড়িত। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সবাই প্রভাব বিস্তার করে। মন্ত্রণালয়ের কিছু অসাধু কর্মকর্তা সরাসরি এর সাথে জড়িত থাকে।"

-সংসদ সদস্য

কমিটির সভায় বর্ষা মৌসুমে রাস্তা সংস্কার না করার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করায় মন্ত্রী কমিটির সভাপতিকে বলেন "আপনি ঠিকাদার তাই আপনার এত উৎসাহ।"

দৃষ্টান্ত:

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের সম্মাননায় বিদেশী রাষ্ট্রনায়ক ও সংগঠনসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়া ক্রেস্টে স্বর্ণ ও রুপা নির্দিষ্ট পরিমাণে না দেওয়ার এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ ছিল, যেখানে প্রায় সাত কোটি তিন লাখ ৩৬ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা ও সেইসাথে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ ছিল। প্রাথমিকভাবে বিএসটিআইয়ের পরীক্ষায় অনিয়ম প্রমাণিত হয়। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি সাবেক প্রতিমন্ত্রীসহ ১৩ জন কর্মকর্তা ও সরবরাহকারী দুই প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করে তদন্ত প্রতিবেদন দেয় যেখানে সাবেক প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু সংসদীয় তদন্ত কমিটি সাবেক প্রতিমন্ত্রীর সংশ্লিষ্টতা পায়নি উল্লেখ করে প্রতিবেদন দেয়। অন্যদিকে সচিবালয়ের সম্মাননা শাখার যে কর্মকর্তা অনিয়ম উদঘাটনে পদক্ষেপ নেন তার বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ আনা হয়। উল্লেখ্য, অভিযোগ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সাবেক প্রতিমন্ত্রী বর্তমানে উক্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, তদন্ত কমিটি গঠনে সভাপতি হিসেবে তার ভূমিকা ছিলো এবং পদাধিকার অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনটি তার কাছেই জমা দেওয়া হয়েছে।

কমিটি পর পর দুই বা ততোধিক সভায় অনুপস্থিত সদস্য সংখ্যা

(নবম সংসদ)

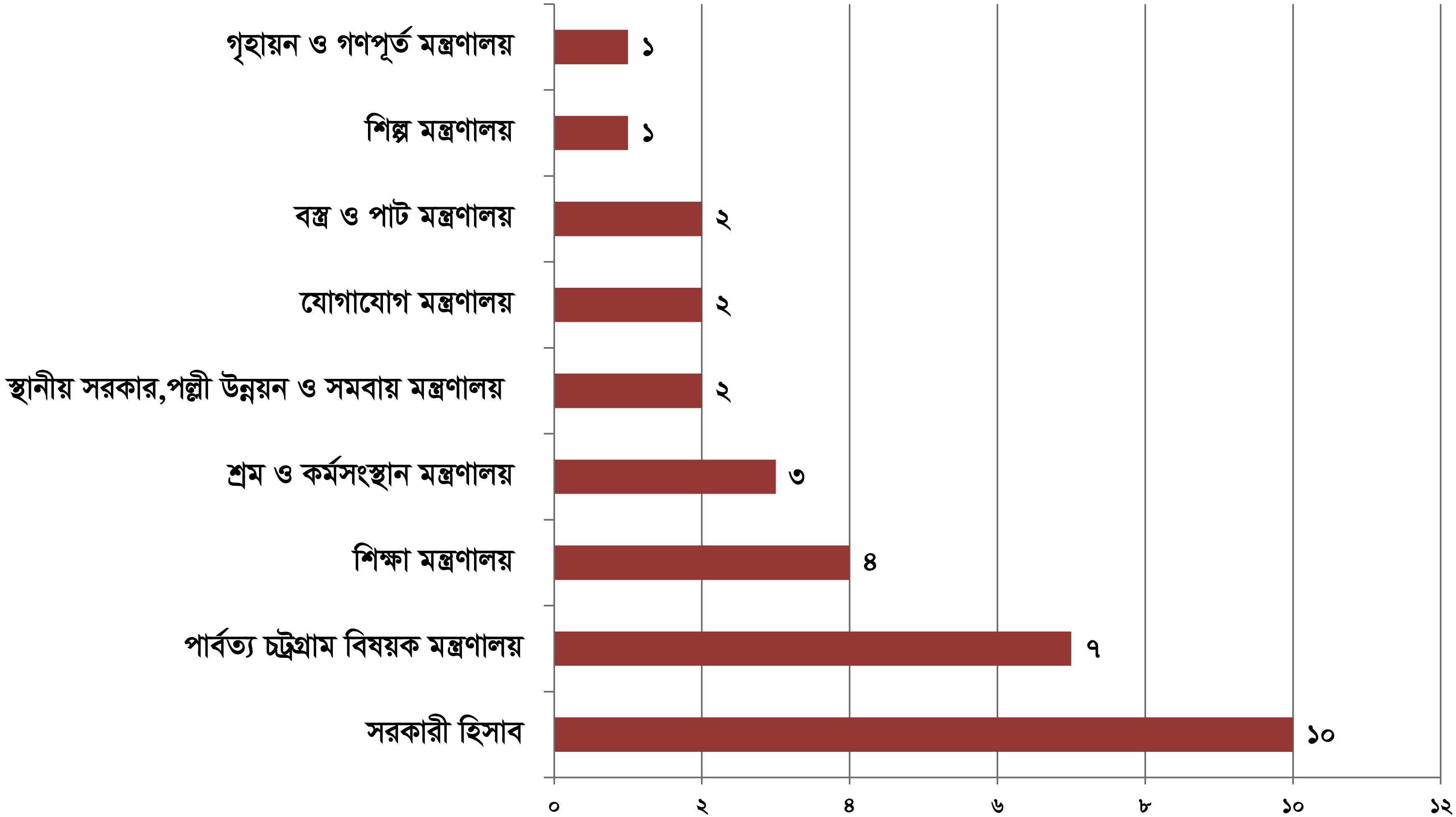

** সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মোট সদস্য ১৫ জন এবং অন্যান্য কমিটির মোট সদস্য ১০ জন*

দশম সংসদে দুইটি কমিটিতে তিনজন করে সদস্য দুই বা ততোধিক সভায় অনুপস্থিত ছিলেন

দৃষ্টান্ত:

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বিসিআইসির নিয়োগে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়। কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় কমিটি পরবর্তী বৈঠকে অসন্তোষ প্রকাশ এবং পুনরায় সুপারিশ করে এবং বৈঠকের কার্যপত্রে জড়িত ব্যক্তিদের তথ্য তুলে ধরা হয়। কমিটির পুনঃসুপারিশের প্রেক্ষিতে তদন্ত করা হয় এবং কোনো দুর্নীতি পাওয়া যায়নি বলে জানানো হয়। উল্লেখ্য, জড়িত ব্যক্তিকে প্রধান করে কমিটি গঠন করা হয়েছিলো এবং এ বিষয়ে কমিটি বৈঠকে পুনরায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

দৃষ্টান্ত:

নবম জাতীয় সংসদের সদস্য এবং অষ্টম সংসদের সাবেক স্পিকারের দুর্নীতি তদন্তে গঠিত উপকমিটি দুর্নীতির প্রমাণ পায় এবং তার প্রেক্ষিতে কমিটি নবম সংসদে তার সদস্যপদ বাতিলের প্রস্তাব করলেও তার সদস্যপদ নবম সংসদের পুরো সময় বহাল ছিল। স্থায়ী কমিটি দুর্নীতি সম্পর্কে দুদককে অবহিত করার পরও কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের ধরন ও বাস্তবায়নের হার

কেস স্টাডি- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, নবম সংসদ

গৃহীত সিদ্ধান্তের ধরন	গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের শতকরা হার
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমন্ত্রণ	৫	১০০
নথি উপস্থাপন	২০	৮৫
প্রতিবেদন উপস্থাপন	৯৩	৫৫
নীতি/ আইনের বাস্তবায়ন	৯	৪৪
অংশীজন সভার আহ্বান	৭	৪৩
নীতি/ আইনের খসড়া ও সংশোধনী	৪২	৩৩
সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রমের অগ্রগতি/ভবিষ্যত পরিকল্পনা	১৭৫	২৩
পরিদর্শন	৬	১৭
মোট	৩৫৭	৩৮

“সংসদীয় কমিটির কথা পাত্তা দেয়না সরকার। এই সুপারিশের অর্থ আমি নিজেই বুঝি না।” -*সংসদীয় কমিটির সভাপতি*

“সংসদীয় কমিটির সুপারিশ কোনো ব্যাপার নয়। এর (কমিটির) কোন দরকার নেই। এটি (কমিটির সভাপতি/সদস্যপদ) একটি সান্ত্বনা পদ।”

-সংসদীয় কমিটির সদস্য

“সংসদীয় কমিটি খুব একটা কাজের কিছু নয়। কোনো মন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য নয়।” *-সংসদীয় কমিটির সদস্য*

দৃষ্টান্ত ১

সাবেক স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং চীফ হুইপকে তাদের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে গঠিত সংসদীয় কমিটি কর্তৃক তলব করা হলেও তাদের কেউই এতে সাড়া দেননি।

দৃষ্টান্ত ২

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের টেকনোক্র্যাট মন্ত্রীকে উপস্থিত হয়ে কর্ণফুলি পেপার মিলের (কেপিএম) ব্লিচিং প্লান্ট নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে জবাবদিহি করতে বলা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বৈঠকে উপস্থিত হননি।

দৃষ্টান্ত ৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে হাজির হওয়ার জন্য সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ও তৎকালীন সেনা প্রধানকে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হলেও হাজির হননি।

কমিটির সভায় নারী ও পুরুষ সদস্যের উপস্থিতির হার (%)
(নবম সংসদ)

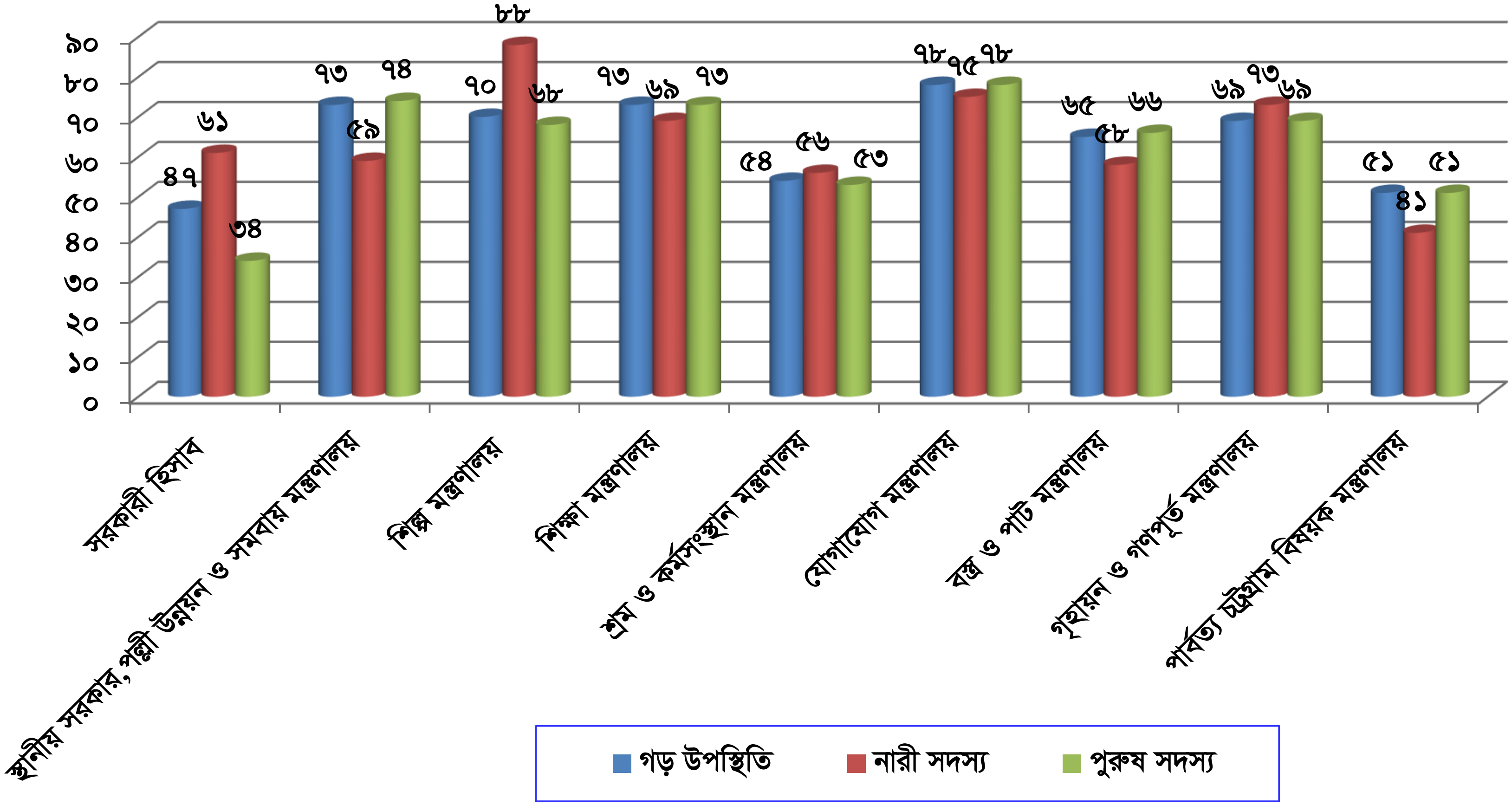

সংসদ সচিবালয়ের জনবল

পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	প্রেষণে নিযুক্ত
সচিব	১	১
অতিরিক্ত সচিব	৪	৪
যুগ্ম-সচিব/ মহাপরিচালক/ সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস	৪	৪
উপ-সচিব/ পরিচালক	২৩	২০
সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র কমিটি অফিসার/ উপ-পরিচালক	৪০	২০
সহকারী সচিব/ সহকারী পরিচালক/ অন্যান্য প্রথম শ্রেণি	১৩৭	১
মোট	২০৯	৫০

সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রমের অগ্রগতি/ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত

কেস স্টাডি- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, নবম সংসদ

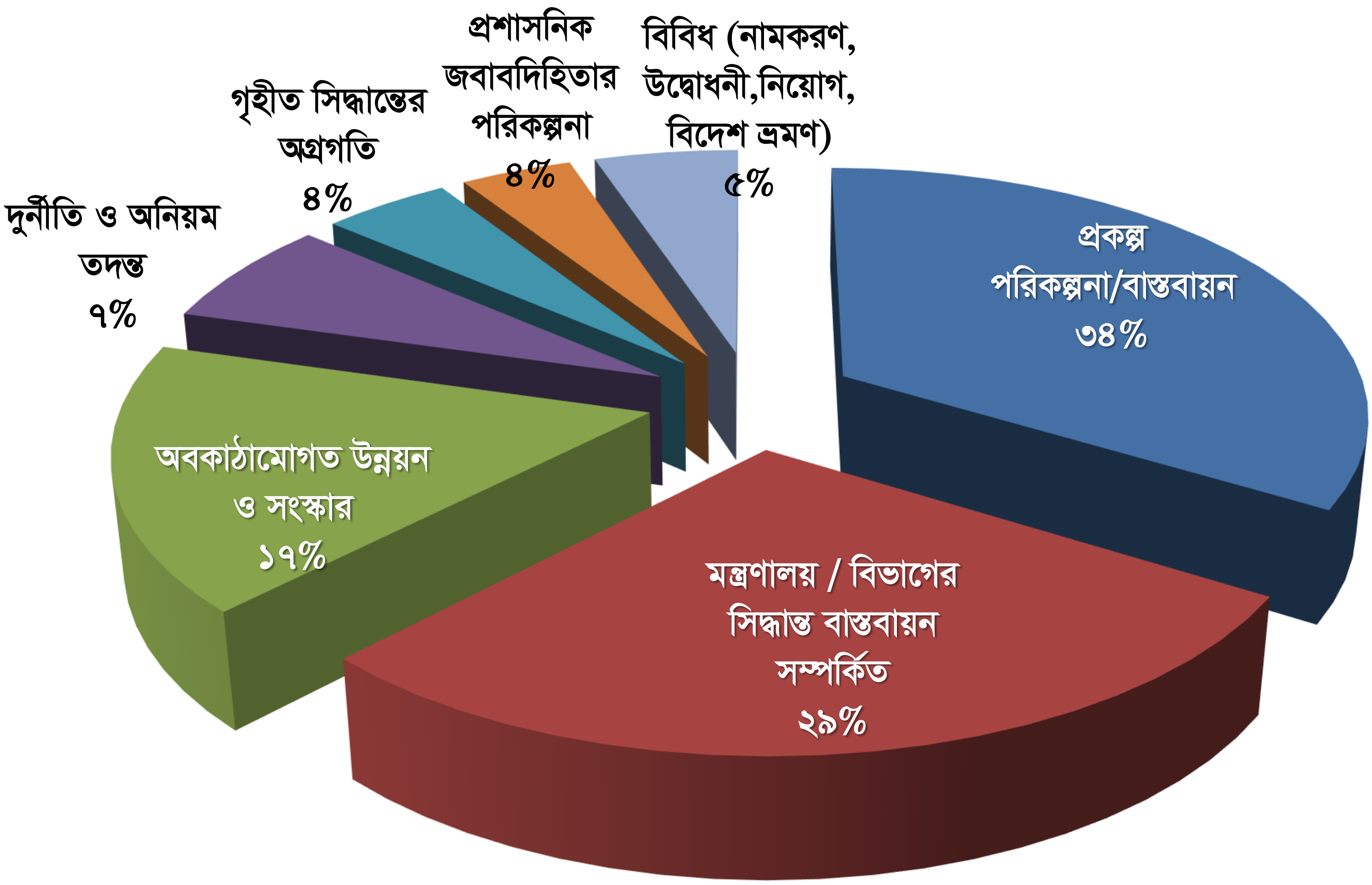

"কমিটির সভাপতিকে সংসদ নেতার মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, কমিটির নিজস্ব মতামত প্রতিফলিত হয় না। ফলে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ে।" *- সংসদ বিশেষজ্ঞ*

"প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা ও নির্দেশে সকল সিদ্ধান্ত হয় এবং কার্যক্রম চলে। সংসদকে বৈধতা দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে কমিটিগুলো কাজ করে।" *- সংসদ বিশেষজ্ঞ*

"সংবিধানে সংসদ নেতার কাছে সকল ক্ষমতা দেওয়া যা গণতান্ত্রিক চর্চায় প্রতিবন্ধক।"

- সংসদীয় কমিটির সদস্য (নবম সংসদ)

"আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কমিটিগুলো সক্রিয় হবার পক্ষে সহায়ক নয়। সুপ্রিম অথরিটিকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে; স্থায়ী কমিটিগুলো প্রধানমন্ত্রীর মাইন্ডসেট অনুযায়ী কাজ করে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীও তার মাইন্ডসেট এর বাইরে কোন সিদ্ধান্ত এপ্রিসিয়েট করে না। এর কোন ব্যত্যয় পূর্বেও (কোনো দলের সময়ই) হয় নি।"

- সংসদীয় কমিটির সদস্য (নবম সংসদ)